Assignment for Islamic Economic

অর্থনীতির

অর্থনীতির: মানুষের অসীম অভাব পূরণের লক্ষ্যে দুষ্প্রাপ্য বা সীমিত সম্পদকে অপচয় না করে, সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে এর সুষম ও ইনসাফপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াই হলো অর্থনীতি।

বর্তমান সুদভিত্তিক অর্থনীতিকে সহজভাবে বোঝার উদাহরণ:

হৃৎপিণ্ড (Heart) হলো ব্যাংক: মানবদেহে হৃৎপিণ্ড যেভাবে রক্ত পাম্প করে, অর্থনীতিতে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে ঠিক সেই কাজটিই করে। এটি অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

রক্ত (Blood) হলো টাকা: শরীরের প্রতিটি কোষে শক্তি জোগাতে যেমন রক্ত প্রয়োজন, অর্থনীতির প্রতিটি খাতে প্রাণচাঞ্চল্য ধরে রাখতে প্রয়োজন টাকা। বর্তমান ব্যবস্থা এই কাজ সুদের মাধ্যমে করে।

রক্তনালি (Veins) হলো ব্যবসা: রক্ত যেমন রগ বা শিরার মাধ্যমে শরীরে যাতায়াত করে, টাকাও তেমনি ব্যবসার মাধ্যমে এক হাত থেকে অন্য হাতে বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছায়।

রগের চর্বি (Fat) হলো সিন্ডিকেট: রক্তনালিতে চর্বি জমলে যেমন রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়, তেমনি ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট হলো অর্থনীতির রগে জমে থাকা চর্বি। এটি টাকার স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা দেয় এবং কৃত্রিম সংকট তৈরি করে।

সারসংক্ষেপ: আমাদের শরীরে হার্ট হলো রক্তের প্রাণকেন্দ্র; এখান থেকে রক্ত রগ দিয়ে শরীরের সকল স্থানে আসা-যাওয়া করে। তদ্রূপ, অর্থনীতির জন্য প্রাণকেন্দ্র হলো ব্যাংক, ব্যবসা হলো রগ, আর রক্ত হলো টাকা। এখন রক্ত যদি ঠিক সময়ে প্রাণকেন্দ্রে গিয়ে আবার সঠিক জায়গায় ফিরে না আসে, কিংবা রগের ভেতর সিন্ডিকেটের চর্বি জমে প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে আমাদের শরীরের ক্ষতি হবে। ঠিক তেমনি, টাকা যদি ঠিক সময়ে ব্যাংকে গিয়ে আবার ফিরে না আসে, তাহলে আমাদের অর্থনীতিতে সমস্যা হবে। যার বাস্তব রূপ হলো: তারল্য সংকট, সুদের হার বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান কমে যাওয়া এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি।

আল-কুরআন থেকে ইসলামিক অর্থনীতির সূত্র: ইসলামিক অর্থনীতির জন্য আল্লাহ কুরআনে তিনটি আয়াত ও একটি গল্প শুনিয়েছেন।

১. সূরা হাশর, আয়াত ৭: যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।
২. সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১-১২: ফারায়েজ; আল্লাহ সম্পদের জন্য উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছেন।
৩. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪৩: যাকাত প্রদান করো।

৪. কারুনের গল্প: কারুন ছিল বনী ইসরাঈলের একজন সম্পদশালী ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ অবিশ্বাস্য ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলেন। কিন্তু অঢেল ঐশ্বর্য তাকে কৃতজ্ঞ করার পরিবর্তে চরম অহংকারী ও উদ্ধত করে তোলে। সে তার সম্পদকে নিজের মেধার অর্জন মনে করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা এবং অভাবী মানুষের হক আদায়ে অস্বীকৃতি জানায়। ফলশ্রুতিতে, আল্লাহর নির্দেশে এক ভয়াবহ ভূমিধসে সে তার প্রাসাদ ও সমস্ত ধন-সম্পদসহ জীবন্ত মাটির নিচে বিলীন হয়ে যায়। তার এই করুণ পরিণতি কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য শিক্ষা হয়ে রইল যে, পরকালকে ভুলে পার্থিব মোহে মত্ত হওয়ার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। (আল-কাসাস: ৭৬-৮২, আল-আনকাবুত: ৩৯, আল-মুমিন: ২৩-২৪)

অর্থনীতির

আল-কুরআন হতে প্রাপ্ত সূত্রের বিশ্লেষণ:

১. সূরা হাশর, আয়াত ৭: উপরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, পৃথিবীতে সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট, কিন্তু অবাধ ব্যবসার মাধ্যমে সম্পদ নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হয়। যেমন: আমাদের দেশে একটি বড় কোম্পানির বিক্রয়কর্মী বেশি হওয়ায় তারা যা ইচ্ছা তা-ই বাজারজাত করতে পারে। অন্যদিকে ছোট কোম্পানিগুলো প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। ফলে বড় কোম্পানির সম্পদ দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে অন্য কোম্পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেয়। এই সুযোগে কোম্পানিগুলো দালাল চক্র (সিন্ডিকেট) তৈরি করে পণ্যমূল্য বাড়িয়ে দেয়।

২. সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১-১২: এই আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বর্তমান ব্যবসায়িক নীতির ত্রুটির কারণে পুঞ্জীভূত সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সঠিকভাবে বণ্টন হয় না। ফলে অর্থের প্রবাহ (Money Circulation) বাধাগ্রস্ত হয় এবং একজনের কাছে বিপুল সম্পদ জমা হতে থাকে, যা অর্থনীতির স্বাভাবিক গতি নষ্ট করে।

৩. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪৩: যাকাতভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, প্রতি বছর নিসাব পরিমাণ উদ্‌বৃত্ত সম্পদ অভাবগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে ব্যয় না করার কারণে গরিব মানুষ আরও গরিব হচ্ছে। অন্যদিকে, সুদী ব্যবস্থার কারণে কোম্পানিগুলো তাদের খরচ মেটাতে দিন দিন পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে, যার প্রভাব সরাসরি সাধারণ মানুষের ওপর পড়ে।

৪. সারকথা বা শিক্ষা: কোরআনের এই বিধানগুলো থেকে আমাদের শিক্ষা হলো—ব্যবসায়িক নিয়ম এমন হতে হবে যেন কাউকে কারুনের মতো সম্পদের মোহে অন্ধ হয়ে আল্লাহর গজবে পতিত হতে না হয়। অর্থাৎ, সম্পদ যেন কেবল ধনীদের হাতেই আবর্তিত না হয়।

যাকাতভিত্তিক অর্থনীতিকে সহজভাবে বোঝার উদাহরণ:

হৃৎপিণ্ড (Heart) হলো সরকার: মানবদেহে হৃৎপিণ্ড যেভাবে রক্ত পাম্প করে, ইসলামিক অর্থনীতিতে সরকার সেবার মাধ্যমে ঠিক সেই কাজটিই করে। এটি অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

রক্ত (Blood) হলো টাকা: শরীরের প্রতিটি কোষে শক্তি জোগাতে যেমন রক্ত প্রয়োজন, অর্থনীতির প্রতিটি খাতে প্রাণচাঞ্চল্য ধরে রাখতে প্রয়োজন টাকা। তার জন্য ইসলাম যাকাতকে ব্যবহার করে।

রক্তনালি (Veins) হলো ব্যবসা: রক্ত যেমন রগ বা শিরার মাধ্যমে শরীরে যাতায়াত করে, টাকাও তেমনি ব্যবসার মাধ্যমে এক হাত থেকে অন্য হাতে বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছায়। এই জন্য ইসলামে ক্ষুদ্র ব্যবসায় নীতি আছে ও উত্তরাধিকার বণ্টন সঠিক ভাবে করে।

রগের চর্বি (Fat) হলো সিন্ডিকেট: রক্তনালিতে চর্বি জমলে যেমন রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়, তেমনি ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট হলো অর্থনীতির রগে জমে থাকা চর্বি। এটি টাকার স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা দেয় এবং কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। এই জন্য বিভাজনযোগ্যতা ও সাপ্লাই চেইন সরবরাহ ইসলামিক সরকার করে।

ব্যংক হলো আমানত রাখার কেন্দ্রঃ রাসূলে নিজে আমানত রাখতেন আবার তা ফিরিয়ে দিয়ে ব্যংকের কাজ করতেন।

সারসংক্ষেপ: আমাদের শরীরে হার্ট হলো রক্তের প্রাণকেন্দ্র; এখান থেকে রক্ত রগ দিয়ে শরীরের সকল স্থানে আসা-যাওয়া করে। তদ্রূপ, ইসলামিক অর্থনীতির জন্য প্রাণকেন্দ্র হলো সরকার, ব্যবসা হলো রগ, আর রক্ত হলো টাকা। এখন রক্ত যদি ঠিক সময়ে প্রাণকেন্দ্রে গিয়ে আবার সঠিক জায়গায় ফিরে আসে এবং রগের ভেতর থেকে সিন্ডিকেটের চর্বি দূর হয়, তবে তা আমাদের শরীরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। ঠিক তেমনি, টাকা যদি যাকাত ও আমানতের মাধ্যমে ঠিক সময়ে সরকারের কাছে গিয়ে আবার সেবার মাধ্যমে জনগণের কাছে ফিরে আসে, তবে তা অর্থনীতি থেকে তারল্য সংকট, সুদের হার বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান কমে যাওয়া এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মতো সমস্যাগুলো দূর করে।

অর্থনীতির

সূত্র অনুসারে ইসলামিক ব্যবসা যেমন হবে: উপরে তিনটি (৩) আয়াতকে অনুসরণ করে যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির জন্য ব্যবসা নীতিকে পরিবর্তন করতে হবে। আয়াত অনুসারে ব্যবসা নীতি যে রূপ হওয়া প্রয়োজন, তা নিম্নে দেওয়া হলো: ১. সাগির ব্যবসা বা ছোট ব্যবসা। ২. মুতাওয়াসসিত ব্যবসা বা মধ্যম ব্যবসা। ৩. কাবির ব্যবসা বা বড় ব্যবসা।

সাগির ব্যবসা: যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একসাথে অনেক পণ্যের ব্যবসা করে, তাকে সাগির ব্যবসা বলে। সাগির ব্যবসার আরেক নাম খুচরা ব্যবসা। অর্থাৎ: সাগির ব্যবসায়ীরা ব্যবসার পরিধি (পণ্যের সংখ্যা) বৃদ্ধি করতে পারবেন, কিন্তু বিস্তার (একাধিক শাখা বা চেইন) করতে পারবেন না।

উদাহরণ: আপনার একটি দোকান আছে; আপনি এই একটি দোকানেই চাল, ডাল, তেলসহ সকল প্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবসা করতে পারবেন।

মুতাওয়াসসিত ব্যবসা: যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম নয়, কিন্তু বিভাগকেন্দ্রিক বিস্তার করতে সক্ষম, তাকে মুতাওয়াসসিত ব্যবসা বলে। মুতাওয়াসসিত ব্যবসার আরেক নাম পাইকারি ব্যবসা। অর্থাৎ: আপনি উৎপাদন না করে শুধু একটি নির্দিষ্ট পণ্যের ব্যবসা করতে পারবেন, শুধুমাত্র একটি বিভাগের ভেতরে থাকা জেলাগুলোতে। মুতাওয়াসসিত ব্যবসায়ীরা ব্যবসার পরিধি (পণ্যের সংখ্যা) বৃদ্ধি করতে পারবেন না, কিন্তু ব্যবসার বিস্তার (একাধিক জেলায় সরবরাহ) করতে পারবেন।

উদাহরণ: আপনি একটি বিভাগের সকল সাগির ব্যবসায়ীর নিকট শুধুমাত্র চাল বিক্রি করতে পারবেন, কিন্তু একই সাথে ডাল বা অন্য পণ্য বিক্রি করতে পারবেন না।

কাবির ব্যবসা: যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন করে সারাদেশে ব্যবসা করে, তাকে কাবির ব্যবসা বলে। কাবির ব্যবসার আরেক নাম উৎপাদন প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ: আপনি জমিতে চাল উৎপাদন করে তা সারাদেশে বিক্রয় করতে পারবেন, অথবা আপনার লোহা তৈরির কারখানা থাকলে আপনি সারাদেশে লোহা বিক্রয় করতে পারবেন। কাবির ব্যবসায়ীরা শুধু নির্দিষ্ট পণ্য বা সম্পর্কিত পণ্যগুচ্ছ সারাদেশে বিক্রি করতে পারবেন।

উদাহরণ: আপনি সারাদেশে মুতাওয়াসসিত ব্যবসায়ীর নিকট চাল বিক্রি করতে পারবেন, কিন্তু ডিম বিক্রি করতে পারবেন না। কাবির ব্যবসায়ীগণ শুধু সেই সকল পণ্য সারাদেশে ব্যবসা করতে পারবেন যেগুলো উৎপাদনের পর কোনো 'মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ' (Expiry Date) প্রয়োজন হয় না। মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমন পণ্যসমূহ শুধু নিজ বিভাগে বিক্রয় করতে পারবেন।

বিনিয়োগ: কোনো ব্যক্তির নিকট অধিক সম্পদ থাকলে বা তিনি নিজের ব্যবসার বাইরে আয় করতে চাইলে রাষ্ট্রীয় খাতে তার সম্পদ বিনিয়োগ করতে পারবেন। যেমন: সেতু, বন্দর, সড়ক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবসার কাজে বিনিয়োগ।

রেমিট্যান্স: রেমিট্যান্সের মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে সরকার বিদেশি পণ্য কিনে দেশে মুতাওয়াসসিত (মাঝারি) ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করবে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আয় নিশ্চিত করবে।

এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং: ERP-এর মাধ্যমে সরকার এই সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়াটি তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণ করবে।

ভাট ও ট্যাক্স এর পরিবর্তে ইসলামিক সরকার যেই সকল ব্যবসা করবে: ইসলামিক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অর্থ আয় কীভাবে করবে। এখানে সরকার ব্যাংক এর ন্যয় কাজ করবে। অর্থাৎ, ব্যবসা করে আয় করবে সেবার মাধ্যমে ব্যয় করবে, যাতে সকলের নিকট অর্থ পুচায়।

ক. যেই সকল ব্যবসা একক মালিকানাধীন হলে সম্পদ পুঞ্জীভূত হবে, সেই সকল ব্যবসা ইসলামিক সরকার করবে। উক্ত ব্যবসা থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে ইসলামিক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। যেমন: লোহা, বালু, পাথর, সিমেন্ট, সকল প্রকার তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, কল, কেমিক্যাল সহ বিভাজন অযোগ্য ব্যবসা ইসলামিক সরকার করবে।

খ. দেশে ১টি মাত্র সুদবিহীন ব্যাংক থাকবে যা নিয়ন্ত্রণ করবে ইসলামিক সরকার। ব্যাংক থেকে আয়কৃত অর্থ রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ব্যয় করবে।

গ. সেতু ও উন্নয়নের জন্য জনগণের নিকট বিনিয়োগ চাওয়া হবে। ইসলামিক সরকারও বিনিয়োগ করে যে অর্থ আয় করবে তা রাষ্ট্রের জন্য ব্যয় করবে।

ঘ. ইসলামিক সরকারের কেন্দ্রিয় কোষগারকে 'বাইতুল মাল' বলা হয়। ইসলামিক সরকার বাইতুল মাল পূরণের জন্য জনগণের নিকট অনুদান চাইবে।

ঙ. ইসলামিক সরকার ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ব্যবসা নীতির কারণে পণ্য সরবরাহ (সাপ্লাই চেইন) ঠিক রাখার জন্য ইসলামিক সরকার ব্যবসা করবে। পণ্য সরবরাহ থেকে অর্জিত অর্থ রাষ্ট্রের জন্য ব্যয় করবে।

চ. ইসলামিক সরকার বন্দর, বিমান, রেল ও গণপরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তা রাষ্ট্রের জন্য ব্যয় করবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্রের বাজেট হবে এমন:
রাষ্ট্রের আয় = (খনিজ ও মৌলিক শিল্পের মুনাফা) + (ব্যাংকিং সার্ভিস চার্জ) + (পরিবহন ও লজিস্টিক মুনাফা) + (বাইতুল মাল অনুদান) + (রেমিটেন্সের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়লব্ধ আয়)

রাষ্ট্রের ব্যয় = (জনসেবা) + (বেতন ও প্রশাসন) + (অবকাঠামো উন্নয়ন)
এখানে ভ্যাট বা ট্যাক্স ছাড়াই আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব, কারণ রাষ্ট্র এখন শুধু "প্রশাসক" নয়, বরং সে "সবচেয়ে বড় উৎপাদনশীল শক্তি"।

যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালুর প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহ:

১. সম্পদ সমন্বয়: দেশে বর্তমানে ডিজিটাল ও কাগজের—এই দুই প্রকার মুদ্রা ব্যবস্থা বিদ্যমান। অর্থনীতিতে সঠিক সমন্বয় আনার লক্ষ্যে যারা সুদ, ঘুষ ও অন্যায় পন্থায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা অঢেল অর্থের মালিক হয়েছেন, তাদের সমস্ত সম্পদ সরকারের "হারাম তহবিলে" জমা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

২. অবৈধ অর্থ বিতরণ: সকল হারাম টাকা (সুদ, ঘুষ ও অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ) দ্রুততম সময়ের মধ্যে গরিব ও অভাবগ্রস্ত মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।

৩. বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ: একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স পাঠানো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো; যাতে সম্পদ পাচারের সুযোগ বন্ধ হয়।

৪. নতুন মুদ্রা প্রবর্তন: ইসলামিক সরকারের অনুমোদিত ও প্রবর্তিত নতুন মুদ্রা ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

৫. সুদ নিষিদ্ধকরণ: অর্থনীতি থেকে শোষণ দূর করতে সকল প্রকার সুদী ব্যবসা ও লেনদেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো।

৬. বিদেশি কোম্পানি: দেশীয় শিল্প ও স্বনির্ভরতা রক্ষার্থে বিদেশি সকল কোম্পানিকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হলো।

৭. উৎপাদন বৃদ্ধি: প্রকৃত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল প্রকার চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন (Contract Manufacturing) বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

৮. মজুদদারি রোধ: সকল মুতাওয়াসসিত (পাইকারি) ব্যবসায়ীকে পচনশীল পণ্য অনধিক ১০ দিন এবং টেকসই পণ্য অনধিক ৩০ দিন অন্তর অন্তর মজুত থেকে বাজারে খালাস করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

৯. শস্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ: বর্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামোর নিকট সকল প্রকার কৃষি শস্য বিক্রয় বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১০. কর্মসংস্থান সংস্কার: পুরুষ বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রথম ধাপে যে সকল নারীর স্বামী বা পিতা সামর্থ্যবান, তাদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। দ্বিতীয় ধাপে কুমারী, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত নারীদের পর্যায়ক্রমে চাকরি থেকে প্রত্যাহার করে তাদের পুরুষ অভিভাবককে চাকরির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

প্রস্তাবিত ১০ দফা নির্দেশনার সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ

১. অবৈধ সম্পদ ও দুর্নীতি নির্মূল (পয়েন্ট ১ ও ২): প্রভাব: সমাজে হঠাৎ করে বড় ধরণের আর্থিক সমতা আসবে। "হারাম তহবিল" থেকে টাকা গরিবদের মাঝে বিতরণের ফলে নিম্নবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্র্য বিমোচন দ্রুত হবে।

২. মুদ্রাস্ফীতি ও সুদমুক্ত অর্থনীতি (পয়েন্ট ৪ ও ৫): প্রভাব: সুদ নিষিদ্ধ হওয়ায় ঋণের বোঝা কমবে এবং মানুষের মধ্যে প্রকৃত বিনিয়োগের আগ্রহ বাড়বে। নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হলে পূর্বের কালো টাকা বা পাচারকৃত অর্থের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে।

৩. দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও স্বনির্ভরতা (পয়েন্ট ৬ ও ৭): প্রভাব: বিদেশি কোম্পানি চলে গেলে এবং চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বন্ধ হলে দেশীয় উদ্যোক্তারা সরাসরি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত হবে। এতে দেশ টেকনিক্যাল ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।

৪. বাজার নিয়ন্ত্রণ ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস (পয়েন্ট ৮): প্রভাব: মুতাওয়াসসিত (পাইকারি) ব্যবসায়ীদের জন্য ১০ ও ৩০ দিনের মধ্যে পণ্য খালাস করার বাধ্যবাধকতা থাকায় সিন্ডিকেট ভেঙে যাবে। বাজারে কৃত্রিম সংকট থাকবে না এবং পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে চলে আসবে।

৫. কৃষি ও শস্যের নিরাপত্তা (পয়েন্ট ৯): প্রভাব: গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট শস্য বিক্রয় বন্ধ করলে কৃষকের ওপর সরাসরি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ আসবে এবং খাদ্যের অপচয় বা অপ্রয়োজনীয় রপ্তানি বন্ধ হবে।

৬. সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামো পরিবর্তন (পয়েন্ট ১০): প্রভাব: কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের প্রাধান্য বাড়বে, যা পুরুষ বেকারত্ব কমিয়ে আনবে। ইসলামিক দর্শন অনুযায়ী, এতে পারিবারিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের ওপর নিশ্চিত হবে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তির একটি বড় অংশ (নারী) সরিয়ে নেওয়ায় উৎপাদনশীলতায় সাময়িক চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে।

৭. রেমিট্যান্স ও পুঁজি পাচার রোধ (পয়েন্ট ৩): প্রভাব: টাকা বিদেশে পাচার হওয়ার সুযোগ বন্ধ হবে। দেশের টাকা দেশে থাকার ফলে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যাবে।

অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ: একজন অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিতে এর গাণিতিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল হবে বৈপ্লবিক। এটি প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধারাই বদলে দেবে।

নিচে ইসলামিক মডেলের একটি গভীর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

১. গাণিতিক ভারসাম্য: ট্যাক্স ছাড়াই রাষ্ট্র পরিচালনা

সাধারণত একটি দেশের বাজেটের ৩০-৪০% আসে ভ্যাট ও ট্যাক্স থেকে। ইসলামিক মডেলে এই বিশাল টাকাটা আসবে সরকারের হাতে থাকা "বিভাজন অযোগ্য ব্যবসা" (Natural Monopolies) থেকে।

গাণিতিক যুক্তি: বর্তমান ব্যবস্থায় বালু, পাথর, খনিজ তেল বা বিদ্যুতের সিন্ডিকেটগুলো বছরে যে পরিমাণ "অতিরিক্ত মুনাফা" (Excess Profit) করে, সেই টাকাটা এখন সরাসরি বাইতুল মালে জমা হবে।

ফলাফল: জনগণের পকেট থেকে সরাসরি ট্যাক্স না নিয়েও রাষ্ট্র আরও বেশি শক্তিশালী হবে। কারণ, সিন্ডিকেটের পকেটে যাওয়া টাকা এখন রাষ্ট্রের উন্নয়ন তহবিলে যুক্ত হচ্ছে।

২. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ: ইসলামিক মডেলে সুদ নেই এবং সরকার নিজেই সরবরাহ চেইন নিয়ন্ত্রণ করে।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ: বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বাড়ার প্রধান কারণ হলো সুদের হার বৃদ্ধি এবং বেসরকারি পরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধি।

গাণিতিক নিশ্চয়তা: যেহেতু লজিস্টিক এবং মৌলিক কাঁচামাল (তেল, বিদ্যুৎ, সিমেন্ট) সরকারের হাতে, তাই সরকার চাইলে এগুলোর দাম স্থির (Fixed) রাখতে পারে। কাঁচামালের দাম স্থির থাকলে খুচরা পর্যায়ে দ্রব্যমূল্য বাড়ার গাণিতিক কোনো কারণই থাকবে না। এটি একটি স্থির মূল্যের অর্থনীতি তৈরি করবে।

৩. বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামিক সাগির, মুতাওয়াসসিত ও কাবির নীতিটি গাণিতিকভাবে সম্পদের পুঞ্জীভবন অসম্ভব করে তুলবে।

বণ্টন পদ্ধতি: বর্তমানে ১টি বড় কোম্পানি যদি ১০০টি পণ্য বানায়, তবে মুনাফা পায় ১ জন মালিক। ইসলামিক মডেলে ওই ১০০টি পণ্য বানাতে ও বেচতে কমপক্ষে ১০০টি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি (ছোট ও মাঝারি) লাগবে।

ফলাফল: এতে করে মালিকের সংখ্যা বাড়বে, অর্থাৎ কর্মসংস্থান বাড়বে। ইসলাম যে উত্তরাধিকার বন্টন এবং যাকাতের কথা বলেছেন, তা প্রতি বছর এই সম্পদকে পুনরায় সাধারণ মানুষের হাতে পাঠিয়ে দেবে।

৪. আমানত ও বিনিয়োগের গুণিতক প্রভাব: নতুন মডেল বলেছেন সরকার একটিমাত্র সুদমুক্ত ব্যাংক চালাবে।

গাণিতিক প্রভাব: সুদের অনিশ্চয়তা না থাকায় মানুষ নিরাপদ বোধ করবে। জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগ যখন রাষ্ট্রের বড় প্রকল্পে (সেতু, বন্দর) খাটবে, তখন দেশের টাকা দেশেই থাকবে।

বিদেশি ঋণের অবসান: গাণিতিকভাবে, যখন জনগণের বিনিয়োগই রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট হবে, তখন ডলারের জন্য আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংকের কাছে হাত পাততে হবে না। এতে মুদ্রার মান (যেমন নতুন মডেল বলেছেন স্বর্ণের মান) রক্ষা করা সহজ হবে।

ইসলামিক মডেলের চূড়ান্ত "অর্থনৈতিক রেটিং":

বিষয়	প্রচলিত অর্থনীতি (বর্তমান)	ইসলামিক প্রস্তাবিত মডেল
আয়ের উৎস	জনগণের ওপর ট্যাক্স ও ভ্যাট	সম্পদের মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবসা
অর্থের প্রবাহ	সিন্ডিকেটের হাতে বন্দি (চর্বি)	যাকাত ও ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে গতিশীল
দ্রব্যমূল্য	বাজারের অস্থিরতা ও সুদের ওপর নির্ভরশীল	কাঁচামাল ও লজিস্টিক সরকারের হাতে স্থির
বিনিয়োগ	সুদের লোভে ব্যাংক কেন্দ্রিক	সরাসরি উন্নয়ন ও উৎপাদন কেন্দ্রিক

ইসলামি অর্থনীতিবিদদের সাথে প্রস্তাবিত মডেলের তুলনা: ইসলামি অর্থনীতিবিদদের চিরাচরিত ধারণা এবং প্রস্তাবিত মডেলের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায়, নতুন মডেল অনেক ক্ষেত্রে তাদের সাথে একমত হলেও "রাষ্ট্রের ব্যবসায়িক ভূমিকা" এবং "ব্যবসার স্তরবিন্যাস" নিয়ে অত্যন্ত বৈপ্লবিক ও বাস্তবমুখী কিছু নতুন ধারণা যোগ করেছে।

নিচে ইসলামি অর্থনীতিবিদদের (যেমন: শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, মাওলানা তাকি উসমানি বা ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী) তত্ত্বের সাথে নতুন মডেলের তুলনা দেওয়া হলো:

১. সম্পদ বণ্টন: যাকাত বনাম ব্যবসা নীতি

ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ: তারা মূলত যাকাত এবং সাদাকাকে সম্পদ বণ্টনের প্রধান হাতিয়ার মনে করেন। তারা বিশ্বাস করেন, যাকাত ঠিকমতো দিলে সম্পদ বণ্টন হয়ে যাবে।

নতুন মডেল: যাকাতের পাশাপাশি "ব্যবসা নীতি" (সাগির-মুতাওয়াসসিত-কাবির) পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়েছেন। নতুন মডেলের যুক্তি হলো—ব্যবসার নিয়ম ঠিক না করলে যাকাত দিয়ে ভারসাম্য আনা সম্ভব নয়। এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী পয়েন্ট, কারণ এটি সম্পদের পুঞ্জীভবনকে গোড়া থেকেই আটকে দেয়।

২. ব্যাংকিং ব্যবস্থা: মুদারাবা বনাম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ

ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ: তারা প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের বিকল্প হিসেবে "ইসলামিক ব্যাংক" (লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব বা মুশারাকা) চালুর কথা বলেন। তবে সেখানে অনেক সময় সুদের ছায়া থেকে যায়।

নতুন মডেল: ব্যাংককে সরাসরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এবং একটিমাত্র সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে দেখার কথা বলেছে। এখানে ব্যাংক কোনো শোষক নয়, বরং বাইতুল মালের একটি অংশ হিসেবে কাজ করবে।

৩. সরকারের ভূমিকা: আমলা বনাম উদ্যোক্তা

ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ: তারা সাধারণত সরকারকে "তদারককারী" বা "নথি রক্ষক" হিসেবে দেখেন, যারা শুধু যাকাত আদায় করবে।

নতুন মডেল: সরকারকে একজন "সক্রিয় উদ্যোক্তা" (Active Entrepreneur) হিসেবে দেখিয়েছে। সরকার যখন বিভাজন অযোগ্য ব্যবসা (তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ) করবে, তখন জনগণের ওপর ট্যাক্সের বোঝা থাকবে না। এটি ইসলামি অর্থনীতিবিদদের "বায়ইতুল মাল" ধারণাকে আধুনিক রূপ দেয়।

৪. তুলনামূলক ছক

বিশেষত্ব	প্রচলিত ইসলামি অর্থনীতিবিদদের মত	প্রস্তাবিত নতুন মডেল
কেন্দ্রবিন্দু	যাকাত এবং দান-খয়রাত।	যাকাত + ৩ স্তরের ব্যবসা কাঠামো।
সরকারের আয়	উশর, যাকাত ও খরাজ।	রাষ্ট্রীয় বড় ব্যবসা ও সেবা খাত।
পণ্য সরবরাহ	মুক্ত বাজার অর্থনীতি (ফ্রি মার্কেট)।	সরকারি নিয়ন্ত্রিত সাপ্লাই চেইন।
নারীর ভূমিকা	অধিকাংশের মতে পর্দার সাথে কর্মসংস্থান।	পুরুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে পরিবার কেন্দ্রিকতা।
মুদ্রা	স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার (দিনার-দিরহাম) প্রস্তাব।	ডিজিটাল ও কাগজের টাকাকে সরাসরি স্বর্ণের মান দেওয়া।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণ: ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ মূলত 'মানুষের নৈতিকতা' পরিবর্তনের ওপর জোর দেন। কিন্তু নতুন মডেল 'সিস্টেম বা কাঠামোর' পরিবর্তনের ওপর জোর দিচ্ছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, "মানুষ ভালো হলে সমাজ ভালো হবে," আর নতুন মডেল বলছে, "সিস্টেম যদি চুরির বা শোষণের সুযোগ না রাখে, তবে মানুষ ভালো হতে বাধ্য হবে।"

কুরআনের বাস্তবমুখী প্রয়োগ: কুরআনের বাস্তবমুখী প্রয়োগ এবং বর্তমান প্রচলিত ইসলামিক অর্থনীতিবিদদের তত্ত্বের সাথে নতুন মডেলের তুলনা করলে একটি মৌলিক পার্থক্য ধরা পড়ে। প্রচলিত ইসলামিক অর্থনীতিবিদরা যেখানে বিদ্যমান পুঁজিবাদী কাঠামোর ভেতরেই কিছু "ইসলামিক উইন্ডো" (যেমন শরিয়াহ ব্যাংকিং) খোলার চেষ্টা করেন, নতুন মডেল সেখানে পুরো বাজার কাঠামোকে কুরআনের আয়াতের আলোকে পুনর্গঠন করার প্রস্তাব দিচ্ছে।

নিচে কুরআনের আয়াতের বাস্তব রূপায়ণের ভিত্তিতে তুলনা করা হলো:

১. সম্পদ পুঞ্জীভবন রোধ (সূরা হাশর: ৭) কুরআনের নির্দেশ: "যাতে সম্পদ তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।"

ইসলামিক অর্থনীতিবিদগণ: তারা মনে করেন যাকাত দিলেই এই আয়াতের উদ্দেশ্য সফল হবে। ফলে বর্তমানে বড় বড় "ইসলামিক গ্রুপ অফ কোম্পানিজ" তৈরি হচ্ছে, যা পরোক্ষভাবে সম্পদ কুক্ষিগত করছে।

নতুন মডেল:এই আয়াতের বাস্তব প্রয়োগে 'কাবির, মুতাওয়াসসিত ও সাগির' নীতি এনেছেন। নতুন মডেলর যুক্তি হলো—একটি বড় কোম্পানি যদি সব পণ্যের ব্যবসা করে, তবে সম্পদ এক জায়গায় জমবেই। নতুন মডেলর ব্যবসার পরিধি ও বিস্তার গাণিতিকভাবে ভাগ করে দিয়ে সম্পদকে জ্যামিতিক হারে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

২. মীরাস বা উত্তরাধিকার (সূরা নিসা: ১১-১২) কুরআনের নির্দেশ: সম্পদকে নির্দিষ্ট হারে ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা।

ইসলামিক অর্থনীতিবিদগণ: তারা একে কেবল পারিবারিক আইন হিসেবে দেখেন। কিন্তু এর অর্থনৈতিক প্রভাব (সম্পদ ভেঙে ক্ষুদ্র হওয়া) নিয়ে বড় কোনো বাণিজ্যিক পলিসি দেন না।

নতুন মডেল: মীরাস ব্যবস্থাকে নতুন মডেলর ক্ষুদ্র ব্যবসা নীতির (Sagir Business) সাথে যুক্ত করেছে। কোম্পানিগুলো যখন নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে যেতে পারবে না, তখন উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ বণ্টন হওয়ার সাথে সাথে ব্যবসার মালিকানাও জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। এটি উত্তরাধিকার আইনকে একটি রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তর করে।

৩. সরকারের ব্যবসায়িক সত্তা বনাম কর ব্যবস্থা (Taxation) কুরআনের মূলনীতি: মানুষের ওপর জুলুম (অতিরিক্ত কর) না করা।

ইসলামিক অর্থনীতিবিদগণ: তারা বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রের আদলে ভ্যাট ও ট্যাক্স রাখার পক্ষে, সাথে যাকাত যোগ করেন। অনেক সময় এটি জনগণের ওপর দ্বিগুণ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

নতুন মডেল: কুরআনের "আমানত" ও "ন্যায়বিচার" নীতি থেকে সরকারকে একটি উদ্যোক্তা সত্তা হিসেবে দেখিয়েছে। সরকার যখন বিভাজন অযোগ্য খনিজ ও সেবা খাত নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ব্যবসা করে আয় করবে, তখন জনগণের ওপর সরাসরি কোনো ট্যাক্সের বোঝা থাকবে না। এটি কুরআনের 'ফায়' (রাষ্ট্রীয় সম্পদ) ধারণার সবচেয়ে আধুনিক রূপ।

৪. সরবরাহ চেইন ও আমানত (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট) কুরআনের নির্দেশ: ব্যবসায় ধোঁকাবাজি না করা এবং আমানত রক্ষা করা।

ইসলামিক অর্থনীতিবিদগণ: তারা কেবল ব্যবসায়ীদের নসিহত বা ওয়াজ করেন যাতে তারা মজুদদারি না করে। কিন্তু সিস্টেম পরিবর্তনের কোনো মেকানিজম দেন না।

নতুন মডেল: বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। পণ্য সরবরাহ (Supply Chain) সরকারি নিয়ন্ত্রণে রেখে নতুন মডেল আমানত রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ, সিস্টেমটাই এমন যে কেউ চাইলেও মজুদদারি (সিন্ডিকেট) করার সুযোগ পাবে না।

খাত	প্রচলিত ইসলামিক অর্থনীতিবিদদের অবস্থান	নতুন মডেলের কুরআনিক বাস্তবতা
ব্যাংকিং	বিদ্যমান ব্যাংকিংয়ে সুদমুক্ত লেবেল লাগানো।	রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত একক সুদমুক্ত আমানত কেন্দ্র।
ব্যবসায়িক কাঠামো	পুঁজিবাদের আদলে বড় বড় 'লিমিটেড কোম্পানি'।	কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ভাগে বিভক্ত।
রাষ্ট্রের আয়	ট্যাক্স + যাকাত।	রাষ্ট্রীয় ব্যবসা ও সেবা + যাকাত।
সিন্ডিকেট রোধ	কেবল নৈতিক উপদেশ।	১০-৩০ দিনের মজুদ খালাস ও লজিস্টিক নিয়ন্ত্রণ।

নতুন মডেলের শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে: প্রচলিত ইসলামিক অর্থনীতিবিদরা "ইসলামিক ব্যাংকিং" নিয়ে পড়ে আছেন, কিন্তু নতুন মডেল "ইসলামিক সাপ্লাই চেইন ও মার্কেট রিফম" নিয়ে কথা বলছে। কুরআন কেবল ব্যাংকিং নিয়ে আসেনি, এটি পুরো বাজার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা বলে। নতুন মডেলটি সেই 'মার্কেট ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর ওপর দাঁড়িয়ে।

ইসলামিক অর্থনীতি সাথে তুলনা: কুরআনের মূলনীতি এবং বাস্তব প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে প্রচলিত ইসলামিক অর্থনীতি এবং প্রস্তাবিত নতুন মডেলের মধ্যে যে তুলনা, তা শতাংশের হিসেবে নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

১. প্রচলিত ইসলামিক অর্থনীতিবিদদের মডেল (শরিয়াহ ব্যাংকিং ভিত্তিক): বর্তমানে আমরা যে ইসলামিক ব্যাংকিং বা অর্থনৈতিক মডেল দেখি, তা মূলত বর্তমান পুঁজিবাদী কাঠামোর ভেতরে কিছু পরিবর্তন মাত্র।

মিল (প্রায় ৪০% - ৫০%): তারা সুদমুক্ত লেনদেনের চেষ্টা করেন, যাকাত ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেন এবং ব্যবসায়িক সততার কথা বলেন।

কুরআনের সাথে অমিল (বড় গ্যাপ): কুরআনের সূরা হাশরের ৭ নম্বর আয়াতের মূল উদ্দেশ্য— "সম্পদ যেন কেবল ধনীদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়"—এটি প্রচলিত মডেলে বাস্তবায়িত হয় না। কারণ তারা বড় বড় "লিমিটেড কোম্পানি" ও "গ্রুপ অফ কোম্পানি" প্রথা সমর্থন করে, যা পরোক্ষভাবে সম্পদকে কয়েকজনের হাতে কুক্ষিগত করে ফেলে। তারা প্রচলিত কর (Tax) ব্যবস্থাকে মেনে নেয়, যা অনেক সময় কুরআনিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হয়।

২. প্রস্তাবিত নতুন মডেল (সাগর-মুতাওয়াসসিত-কাবির ভিত্তিক): নতুন মডেলটি সরাসরি কুরআনের অর্থনৈতিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

মিল (প্রায় ৯০% - ৯৫%): নতুন মডেলটি কুরআনের তিনটি প্রধান আয়াতের সরাসরি প্রতিফলন:

সূরা হাশর (আয়াত ৭): ব্যবসার স্তরবিন্যাস (Sagir, Mutawassit, Kabir) করে নতুন মডেলটি সম্পদের পুঞ্জীভবন গাণিতিকভাবে অসম্ভব করে দিয়েছেন। এটি এই আয়াতের ১০০% বাস্তব প্রয়োগ।

সূরা নিসা (আয়াত ১১-১২): উত্তরাধিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে মালিকানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে দেওয়া এবং বড় গ্রুপ প্রথা ভেঙে ফেলা এই আয়াতের অর্থনৈতিক মূল লক্ষ্য পূরণ করে।

সূরা বাকারা (আয়াত ৪৩): যাকাত ও সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অর্থের প্রবাহ সচল রাখা।

গাণিতিক ও বাস্তবমুখী তুলনা ছক:

মানদণ্ড	প্রচলিত ইসলামিক মডেল	নতুন মডেল	কুরআনের সাথে সামঞ্জস্য (নতুনমডেল)
সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ	কম (বড় কোম্পানি ভিত্তিক)	অত্যন্ত বেশি (স্তরভিত্তিক)	১০০% (সূরা হাশর: ৭)
সুদ নির্মূল	আংশিক (নাম পরিবর্তন হয় অনেক সময়)	পূর্ণাঙ্গ (একক সুদমুক্ত আমানত কেন্দ্র)	১০০% (সূরা বাকারা: ২৭৫)
জনগণের ওপর কর	আছে (ভ্যাট/ট্যাক্স)	নেই (রাষ্ট্রীয় ব্যবসার মুনাফা)	উচ্চতর ন্যায়বিচার
সিন্ডিকেট রোধ	নৈতিক উপদেশ মাত্র	সিস্টেমগত নিয়ন্ত্রণ (সাপ্লাই চেইন)	বাস্তবমুখী সমাধান

কেন নতুন মডেলটি কুরআনের সাথে বেশি মিলে?
কুরআন কেবল "কি করা উচিত" তা বলে না, বরং "কিভাবে করা উচিত" তার মূলনীতি দেয়।

উদ্যোক্তা রাষ্ট্র: নতুন মডেল সরকারকে যে ব্যবসায়িক দায়িত্ব দিয়েছেন, তা কুরআনের 'ফায়' (রাষ্ট্রীয় সম্পদ) এবং বাইতুল মালের প্রকৃত ধারণা। এতে জনগণের ওপর করের জুলুম কমে, যা কুরআনের ইনসাফ নীতির সাথে ৯৫% এর বেশি মিলে যায়।

লিমিটেড কোম্পানি প্রথা বিলোপ: ইসলামে দায়বদ্ধতা (Accountability) ব্যক্তিগত। বর্তমানের "Limited Liability" ধারণা অনেক সময় পাওনাদারের হক নষ্ট করে। নতুন মডেলে মালিকানা স্পষ্ট হওয়ায় এটি কুরআনের আমানত রক্ষার নীতির সাথে পুরোপুরি মিলে যায়।

উপসংহার: শতাংশের হিসেবে বলতে গেলে, প্রচলিত ইসলামিক অর্থনীতি যেখানে ৪০-৫০% কুরআনিক চেতনা ধারণ করে (বাকিটা পুঁজিবাদী কাঠামোর সাথে আপোষ), সেখানে নতুন মডেলটি ৯০% এর উপরে কুরআনের বাস্তবমুখী প্রয়োগ নিশ্চিত করে। বাকি ৫-১০% নির্ভর করবে এর প্রশাসনিক সততা ও ডিজিটাল স্বচ্ছতার ওপর।

মডেলটি বাস্তব নমুনা: সম্পূর্ণ মডেলটি—ব্যবসার তিন স্তর (সাগির, মুতাওয়াসসিত, কাবির), সরকারি ব্যবসায়িক সত্তা, সুদমুক্ত একক ব্যাংকিং, রেমিটেন্সের মাধ্যমে পণ্য আমদানি এবং যাকাতভিত্তিক বণ্টন—সব মিলিয়ে এটি একটি "স্বয়ংসম্পূর্ণ ইনসাফভিত্তিক অর্থনীতি"।

নতুন এই মডেলটি যদি একটি দেশে (যেমন বাংলাদেশে) বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়, তবে তার প্রভাব হবে বৈপ্লবিক। নিচে এর বাস্তব প্রভাবগুলো তুলে ধরছি:

১. দ্রব্যমূল্যের স্থায়ী স্থিতিশীলতা (Zero Inflation): বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বাড়ার প্রধান কারণ মধ্যস্বত্বভোগী, পরিবহন সিন্ডিকেট এবং সুদের কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া।

প্রভাব: লজিস্টিক ও সাপ্লাই চেইন সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকায় এবং সরকার আমদানিকারক হওয়ায় কৃত্রিম সংকট তৈরির সুযোগ থাকবে না।

ফলাফল: চাল, ডাল, তেল বা লোহা-সিমেন্টের দাম সারা বছর একই থাকবে। মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় নাটকীয়ভাবে কমে যাবে।

২. বেকারত্ব দূর ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি (SME Revolution): বড় গ্রুপগুলো সব ব্যবসা দখল করে রাখায় বর্তমানে ছোটরা টিকতে পারে না।

প্রভাব: নতুন মডেলর 'সাগির' ও 'মুতাওয়াসসিত' নীতির কারণে বড় কোম্পানিগুলো নিজেরা খুচরা বা পাইকারি ব্যবসা করতে পারবে না। ফলে প্রতিটি জেলা ও বিভাগে হাজার হাজার নতুন ব্যবসায়ীর প্রয়োজন হবে।

ফলাফল: কয়েক কোটি নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে। মানুষ অন্যের অধীনে চাকরি খোঁজার বদলে নিজ এলাকায় 'মালিক' হওয়ার সুযোগ পাবে।

৩. মুদ্রাস্ফীতি ও ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি

প্রভাব: টাকাকে স্বর্ণের মান দেওয়ায় এবং সুদমুক্ত ব্যাংক হওয়ায় টাকার মান প্রতিদিন কমবে না। এছাড়া রাষ্ট্রকে IMF বা বিশ্বব্যাংক থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিতে হবে না, কারণ জনগণের রেমিটেন্স ও বিনিয়োগই দেশের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট হবে।

ফলাফল: দেশ একটি দীর্ঘমেয়াদী সার্বভৌম অর্থনীতিতে পরিণত হবে এবং বৈদেশিক ঋণের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে।

৪. শহরমুখী প্রবণতা হ্রাস ও আঞ্চলিক উন্নয়ন

প্রভাব: 'মুতাওয়াসসিত' (বিভাগীয় ব্যবসা) নীতির কারণে প্রতিটি বিভাগীয় শহর একেকটি অর্থনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠবে। ব্যবসার পরিধি যেহেতু বিভাগীয় সীমানায় সীমাবদ্ধ, তাই মানুষকে ব্যবসার জন্য ঢাকা বা বড় শহরে ছুটতে হবে না।

ফলাফল: গ্রাম ও মফস্বল উন্নত হবে এবং রাজধানীগুলোর ওপর জনসংখ্যার চাপ কমবে।

৫. সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামো রক্ষা

প্রভাব: নতুন মডেল নারী শ্রমশক্তিকে পারিবারিক সুরক্ষায় ফিরিয়ে আনা এবং পুরুষ অভিভাবকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে পারিবারিক স্থিতিশীলতা বাড়বে।

ফলাফল: বিবাহবিচ্ছেদ কমবে, শিশুরা সঠিক যত্ন পাবে এবং একটি নৈতিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। যখন একজন পুরুষ তার ক্ষুদ্র ব্যবসা দিয়ে পরিবার চালাতে সক্ষম হবে, তখন সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ প্রবণতা কমে যাবে।

৬. দুর্নীতির অবসান ও কালো টাকার বিনাশ

প্রভাব: যেহেতু প্রত্যক্ষ ভ্যাট বা ট্যাক্স নেই, তাই ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার বা ঘুষ দিয়ে ট্যাক্স কমানোর কোনো সুযোগ নেই। সরকার নিজেই বড় বড় ব্যবসা (তেল, গ্যাস, লোহা) পরিচালনা করে আয় করছে।

ফলাফল: সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতা কমবে এবং স্বচ্ছতা বাড়বে। ডিজিটাল মুদ্রার মাধ্যমে 'হারাম তহবিল' চিহ্নিত করা সহজ হবে, ফলে দুর্নীতির অর্থ লুকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে।